দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

চিলমারী উপজেলার ৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর বই প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা ঃ নতুন বই ৫০ শতাংশ এবং পুরাতন বই ৫০ শতাংশ– এই নীতিমালার ফাঁকে পড়ে চিলমারী উপজেলার ৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৬ হাজার ৩শ' ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর বই প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও এসব ছাত্রছাত্রী এখনো হাতে বই পায়নি। এ সমস্যা সহসা সমাধানের পথও দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়েছেন চরম বিপাকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ৫০ শতাংশ নতুন বই সরকারীভাবে প্রতি বছর সরবরাহ করা হবে। বাকী ৫০ শতাংশ বিগত বছরের ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে সংগৃহীত পুরাতন বই দিয়ে পূরণ করা হবে– এ মোতাবেক চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিদ্যালয়ের ৩য় থেকে ৫ শ্রেণীর মোট ছাত্রছাত্রীর ৫০ শতাংশ নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। বাকী ৫০ শতাংশ বই পুরাতন দেয়ার কথা। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, বিগত বছরে দেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বই সংগ্রহ করে দেখা গেছে অধিকাংশেই ছেঁড়া বা নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো ব্যবহার উপযোগী নয়। তাছাড়া ছেঁড়া-নষ্ট বই ছাত্রছাত্রীরা নিতেও চায় না। এতে তাদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এসব সংগৃহীত বইয়ের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যবহার উপযোগী। এর ফলে বাকী ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বই দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অভিভাবকরাও পুরাতন ছেঁড়া বই না দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করছেন।

সরেজমিনে জানা গেছে, চিলমারী উপজেলায় সরকারী-বেসরকারী মিলে ৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪ হাজার ১৯৭ জন। এর মধ্যে ৭ হাজার ৯৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য সরকারীভাবে নতুন বই সরবরাহ করা হয়েছে। বাকী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরাতন বই থেকে ৭০৯ জনকে দেয়া সম্ভব। ফলে উপজেলার ৬ হাজার ৩৯০ জন ছাত্রছাত্রীকে কিভাবে বই দেয়া হবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোন মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।